

## সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....	১
২. কর্মসূচীর বিবরণ.....	১
৩. অগ্রাধিকার অঞ্চলের প্রকল্প বর্ণনা.....	২
৪. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসন, সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প ও এলাকাবাসীর সাথে প্রকল্পের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য.....	২
৫. ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি এবং প্রাপ্যসমূহ.....	৩
৬. নদী শাসন, বাঁধ ও বাঁধের উপর রাস্তা নির্মানের কাজে শনাক্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা.....	৩
৭. পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কৌশল.....	১৫
৮. ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিরসন.....	১৫
৯. পুনর্বাসন এলাকা.....	১৭
১০. এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন.....	১৭
১১. আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ.....	১৮
১২. ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত সাধারণ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর.....	১৮

## ১. ভূমিকা

নদীর তীর উন্নয়ন কর্মসূচী'র (RBIP) লক্ষ্য বিদ্যমান ব্রহ্মপুত্র নদীর ডান তীরের বাঁধ (BRE) পুনর্নির্মান ও উন্নয়ন এবং পশ্চিম তীরের ২৫০,০০০ হেঃ প্লাবন ভূমিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তীর সুরক্ষা প্রদান করা। বন্যা এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে এলাকার সুরক্ষা প্রদান ও এলাকার স্থিতিশীলতা প্রদানের জন্য ১৯৬০ সালে ২২৪ কি.মি. দীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র নদীর ডান তীরের বাঁধ (BRE) নির্মাণ করা হয়। সে সময় বাঁধটি নদী তীর থেকে প্রায় ১.৫ কি.মি. দূরে নির্মাণ করা হয়। তবে নদী তীরের ব্যপক সম্প্রসারণ ও তীর ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে বিগত ৫০ বছরে BRE বহুবার ভেঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যা ছয় বার পর্যন্ত স্থানান্তর করা হয়েছে। বাঁধের বিভিন্ন অংশ পাঁচ থেকে নয় বার পর্যন্ত ভেঙ্গেছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত এবং মূল বাঁধ সরে যাবার কারণে প্রায় ২১,০০০ হেঃ বন্যা সুরক্ষিত জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মূল যমুনার ক্রমান্বয়ে পশ্চিমমুখী অভিবাসনের কারণে নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এখনও বিলীন যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে। এজন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিশ্বব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় RBIP বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রকল্প এলাকার জনগণের দারিদ্রের হার বাংলাদেশের গড় দারিদ্রের হারের চেয়ে বেশী। এজন্য প্রকল্পে নদীর তীর রক্ষা, বাঁধ ও রাস্তা তৈরী ছাড়াও সামাজিক উন্নয়নের জন্য আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে। এলাকার লোকদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসন ও তার প্রতিকার, নারীদের সমস্যা ও তাদের জীবন জীবিকার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এলাকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার জনগণকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই এ-প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৫ হাজারেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রকল্প সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে। দু'শরও বেশি জনমত জরিপ সভা করা হয়েছে। ৯৯ ভাগ লোকই প্রকল্প সম্পর্কে খুবই আত্মহী এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নদী শাসনের কাজ, বাঁধ ও বাঁধের উপর রাস্তা তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলে লোকজন শুধু নদী ভাঙ্গন থেকেই রক্ষা পাবেনা, সাথে সাথে এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থারও উন্নতি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্যান্য শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধির সাথে সাথে এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নতির সহায়ক হবে। এর ফলে প্রকল্প এলাকার দারিদ্রের হার হ্রাস পাবে বলে এলাকাবাসী মতামত প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের জেভার বৈষম্য, এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য সমস্যা, কাজের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে ৫ বছরের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ নয়, অন্যান্য এলাকাবাসীর কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, স্কুল, কলেজ, মসজিদ উন্নয়ন (যদি প্রয়োজন হয়) করা হবে। স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছোট পরিসরে এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২. কর্মসূচীর বিবরণ

BRE প্রকল্প এলাকা বাংলাদেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত, যা ১১ থেকে ১২ বছর মেয়াদে তিনটি ধাপে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। কর্মসূচীর এই ধাপগুলো নিচে আলোচনা করা হল:

### ধাপ ১ঃ

সিমলা থেকে হাসনারপাড়া পর্যন্ত দুই জেলার চারটি উপজেলায় ৫০ কি.মি. তীর এলাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্যা ও নদী শাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ কাজের আওতায় ১) বাঁধ উন্নয়ন ও তীর সুরক্ষা,

২) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ৩) অবশিষ্ট অংশের বাঁধ পুনর্বাসন ও নদী তীর সুরক্ষার জন্য বিস্তারিত গবেষণা, এবং ৪) তৃতীয় পর্যায়ে রাস্তা উন্নয়নের জন্য বিস্তারিত সমীক্ষা।

### ধাপ ২ঃ

সিমলা এবং যমুনা সেতুর পশ্চিম গাইড বাঁধের মধ্যবর্তী ১৭ কি.মি. -এ বন্যা ও নদী তীর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ এবং হাসনারপাড়া থেকে তিস্তা নদীর সংগমস্থল পর্যন্ত আরও ৭০ কি.মি. বন্যা ও তীর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেয়া। এই অংশের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসন ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিও এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

### ধাপ ৩ঃ

প্রথম পর্যায়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে নতুন বা পুনর্বাসিত বাঁধ বরাবর একটি দুই লেনের রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং পরবর্তীতে চার-লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

### ৩. অগ্রাধিকার অঞ্চলের প্রকল্প বর্ণনা

প্রকল্পের ৫০ কি.মি. অগ্রাধিকার অঞ্চল প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম পর্যায়ের কার্যকাল আছে:

১) সিমলা থেকে হাসনারপাড়া (সারিয়াকান্দি) পর্যন্ত ৫০ কি.মি. বর্তমান BRE পুনর্নির্মাণ ও সুদৃঢ় করা।

২) নদী ভাঙ্গন থেকে BRE-কে সুরক্ষা প্রদান। এ কার্যকালে ক) অবিলম্বে নদী তীর সুরক্ষার জন্য ১৫ কি.মি.সুরক্ষার কাজ, খ) বর্তমান ১৬ কি.মি.সুরক্ষা কাজের উন্নয়ন, গ) ৭টি রেগুলেটর নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, এবং ঘ) দুইটি কালভার্ট নির্মাণ।

৩) বাঁধের উপর যান-বাহন চলাচলের সুবিধার্থে দুই-লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণ।

প্রকল্পের সামগ্রিক কাজ হবে ভবিষ্যতে চার-লেন বিশিষ্ট দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা স্বাপেক্ষে বর্তমান BRE-কে নদী ভাঙ্গন মোকাবেলায় যথেষ্ট শক্তিশালী করে পুনর্নির্মাণ করা। প্রকল্প কার্যক্রমের অধীনে নদী তীর সুরক্ষার কাজ, বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ এবং স্থানচ্যুত জনগণের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ স্থানের উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

প্রকল্পটি ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে, যা জমি, বসত-বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা, কৃষিপণ্য এবং এলাকার গাছ-পালার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ভূমি ও সম্পদের অধিগ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ আইন (১৯৮২) অনুসরণ করা হবে। এছাড়াও, স্থানচ্যুত বাড়ি, ব্যবসা এবং এলাকাবাসীর কাজে ব্যবহৃত ভৌত কাঠামোর ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিশ্ব ব্যাংকের নীতিমালা (OP 4.12) অনুসরণ করে পুনর্বাসন করা হবে। পুনর্বাসনের জন্য একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের তথ্য ও ক্ষতির ধরণ এবং কিভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের সকল ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন করা হবে। ক্ষতিপূরণ বাবদ ভূমি ও ভৌত কাঠামোর জন্য প্রতিস্থাপন মূল্য এবং গাছ, শস্য, মাছ ও পশু সম্পদের ক্ষতির জন্য বর্তমান বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে আইনানুগ ভাবে ক্ষতিপূরণ এবং RAP-এর কর্মপন্থা ছক অনুযায়ী অন্যান্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, ভৌত কাঠামো স্থানান্তর অনুদান, পুনর্নির্মাণ অনুদান, ব্যবসা পুনপ্রতিষ্ঠা অনুদান, বাস্তু উন্নয়ন ভাতা, কার্যদিবস/আয়ের লোকসানের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি BWDB, INGO-এর মাধ্যমে RAP এর নীতিমালা অনুযায়ী পরিশোধ করা হবে। স্থানচ্যুতির কারণে যে সকল স্বত্বাধীকার ব্যতীত ব্যক্তিবর্গ বসত বাড়ি, ব্যবসা এবং অন্যান্য উৎপাদন সম্ভাবনা বা জীবিকা হারাবেন, তাঁরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। নারী-প্রধান এবং অন্যান্য অসহায় খানাসমূহ তাদের প্রাক-প্রকল্প অবস্থার উন্নয়ন অথবা অন্তত প্রতিস্থাপনের জন্য স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত নগদ সহায়তার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ক্ষতিপূরণ ও প্রাপ্যতা, ক্ষতির ধরণ এবং লোকসান অন্যান্য একই ধরণের অনুমোদিত প্রকল্পের ধারণা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

### ৪. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসন, সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প ও এলাকাবাসীর সাথে প্রকল্পের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য

ক্ষতিপূরণের মূলনীতি/প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং লোকজনের পুনর্বাসন --

- ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে এবং অধিগ্রহণ শুধুমাত্র সেখানেই করা হবে যেখানে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না।
- উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রকল্প-পূর্ব জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা।
- ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত করা।
- জমি অধিগ্রহণ বিষয়টি মহিলা এবং পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
- ক্ষতিগ্রস্তদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রকল্পের সহায়তায় পুনর্বাসন এলাকায় পুনর্বাসন করা হবে।
- নারী-প্রধান পরিবারসমূহ এবং হতদরীদ্র শ্রেণীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া।
- পরিবারগুলোকে স্থানান্তরিত করার পূর্বেই পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিরূপণ ও নারী-পুরুষ জেন্ডার বৈষম্যের কথা বিবেচনায় রেখে সমগ্র এলাকাবাসীর উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- প্রকল্প এলাকার বাসিন্দাদের দারিদ্র-হ্রাসের লক্ষ্যে ৫ বছরের জন্য বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া।
- প্রকল্পের সাথে এলাকাবাসীর নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং এলাকাবাসীকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- এলাকাবাসীর সাথে নিয়মিত সভা ও তাদের মতামত গ্রহণ করা।

## ৫. ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি এবং প্রাপ্যসমূহ

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সরকারী/বাঁধের উপর বসবাসরত সকল পরিবার সমূহ এবং সেই উপজেলায় cut-off date ঘোষনার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ভোগকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ, আয় ক্ষতিপূরণের যোগ্য হিসাবে ধরা হবে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা মূলনীতি অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে। উপজেলা সমূহের জন্য ঘোষনাকৃত cut-off date (census and IOL আরম্ভের তারিখ) সমূহ ছিল:

১. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা ০১/০৪/২০১৪
২. কাজীপুর উপজেলা ২৪/০৪/২০১৪
৩. ধুনট উপজেলা ১৯/০৬/২০১৪
৪. সারিয়াকান্দি উপজেলা ২৮/০৬/২০১৪

অতিরিক্ত জমি (প্রকল্পের সীমারেখা/alignment বরাবর অতিরিক্ত ১০ মিটার, চন্দনবাইশায় নতুন alignment তথ্য ৮ কি.মি. ও প্রথম ৪ কি.মি. এর সংযোগস্থল/intersections এবং পরিবর্তিত alignment ) অধিগ্রহণের cut-off date ছিল ০১/১২/২০১৪। সম্পদের বৈধ মালিকদের জন্য cut-off date হবে ৩ ধারা নোটিশ জারি হওয়ার তারিখ। তাই বৈধ, অবৈধ অথবা non-titled users, ইজারাধীনতা, ব্যবসায়ী, গাছের মালিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার মূলনীতি সমূহ নীচের সারণীগুলোতে আলোচনা করা হলো।

## ৬. নদী শাসন, বাঁধ ও বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণের কাজে শনাক্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা

### ৬.১.ক -কৃষি জমির ক্ষতি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. CCL প্রদানের সময় আইনানুগ মালিকগণ জেলা প্রশাসক দ্বারা চিহ্নিত হবেন অথবা আইনি সমস্যা থাকলে আদালতের স্মরণাপন্ন হবেন।</p> <p>২. অধিগ্রহণকৃত জমির যৌথ ভাগ জেলা প্রশাসকের রেকর্ড এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।</p>	<p>১. আইনের অধীন ক্যাশ ক্ষতিপূরণ (CCL), যার মধ্যে ৫০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত।</p> <p>২. প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যমান ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ।</p> <p>৩. জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ও সুযোগ- সুবিধা।</p>	<p>১. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জমির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য ৩ ধারা নোটিশ জারির দিন থেকে বিগত ১২ মাসে সংঘটিত জমি কেনাবেচা সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্ট্রি কর্তৃক দলিল মূল্যের মৌজা-ওয়ারী শ্রেণীভিত্তিক গড় নেবে, যা সংশ্লিষ্ট মৌজার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জমির বাজার মূল্য হিসাবে গৃহীত হবে।</p> <p>২. জেলা প্রশাসক কর্তৃক লীজকৃত জমির জন্য, অধিগ্রহণ আইন অনুসারে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।</p> <p>৩. পাকা দণ্ডায়মান ফসল কাটার জন্য ১ মাসের নোটিশ দিতে হবে। সম্ভব না হলে সম্পূর্ণ পাকা দণ্ডায়মান ফসলের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।</p>	<p>১. ৩ ধারা নোটিশ দেয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সময়সীমা ও ক্ষতিপূরণের নীতিমালা অবহিত করতে হবে।</p> <p>২. জমির আইন-সম্মত মালিকগণকে জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্ৰহে প্রকল্প সহায়তা করবে।</p> <p>৩. জমি সংক্রান্ত কোন কর বাকী থাকলে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তা সংগ্রহের দায়িত্ব বহন করবেন।</p>	<p>১. সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের।</p> <p>২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদান করবেন।</p> <p>৩. BWDB এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিও (INGO) জমির মালিকগণকে RAP এর নীতিমালা অবহিত ও ৩ ধারা ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।</p> <p>৪. জেলা প্রশাসক জমি মূল্যায়ন ও দাম নির্ধারণ কমিটি (PAVC) ও INGO'র এর সহায়তায় CCL নির্ধারণ করবেন।</p>

--	--	--	--	--

৬.১.খ - ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ বসতিভিত্তিক জমি

প্রাপ্যোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. আইন অনুযায়ী নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে আদালত যাকে আইনসঙ্গত মালিক হিসেবে নির্ধারণ করবে।</p> <p>২. মালিকানার বন্টন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বৈধ দলিলের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।</p> <p>৩. সরকার প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি (জমি) ইজারার বর্তমান মালিক ও ব্যবহারকারী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত)</p>	<p>১. আইনের অধীন ক্যাশ ক্ষতিপূরণ (CCL), যার মধ্যে ৫০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত।</p> <p>২. অর্পিত সম্পত্তির আইনানুগ বৈধ ইজারাধারী মালিককে ভাড়া হতে অর্জিত আয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।</p>	<p>১. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জমির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য ৩ ধারা নোটিশ জারির দিন থেকে বিগত ১২ মাসে সংঘটিত জমি কেনাবেচা সংশ্লিষ্ট সকল ১. ১. রেজিস্ট্রি কর্তৃক দলিল মূল্যের মৌজা-ওয়ারী শ্রেণীভিত্তিক গড় নেবে, যা সংশ্লিষ্ট মৌজার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জমির বাজার মূল্য হিসাবে গৃহীত হবে।</p> <p>২. জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারাকৃত জমির জন্য অধিগ্রহণ আইন অনুসারে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।</p> <p>৩. ইজারাকৃত জমি ভাড়া মালিকগণ থাকলে, ক্ষতিপূরণ ভাড়ার ক্ষতিপূরণ পাবেন।</p>	<p>১. ৩ ধারা নোটিশ দেয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সময়সীমা ও ক্ষতিপূরণের নীতিমালা অবহিত করতে হবে।</p> <p>২. জমির আইনসম্মত মালিকগণকে জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে প্রকল্প সহায়তা করবে।</p> <p>৩. জমি সংক্রান্ত কোন কর বাকী থাকলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তা সংগ্রহের দায়িত্ব প্রকল্প গ্রহণ করবেন।</p>	<p>১. সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের।</p> <p>২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদান করবেন।</p> <p>৩. BWDB এবং INGO জমির মালিকগণকে RAP-এর নীতিমালা অবহিত ও রেকর্ড ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।</p> <p>৪. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন।</p>

৬.১.গ - ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ পুকুর ও মৎস্য সম্পদ

প্রাপ্যোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. পুকুরের বৈধ মালিক জমির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে। এছাড়া, মৎস্য সম্পদের বৈধ মালিক, আইনী অথবা সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক।</p>	<p>১. জমি ও খনন খরচের উপর আইনের অধীন ক্যাশ ক্ষতিপূরণ (CCL), যার মধ্যে ৫০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত।</p> <p>২. পুকুর যদি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ইজারা নেয়া হয়,</p>	<p>১. নির্দেশিকা ১,২,৩ যা ক.১ ক্ষতি ক্যাটাগরির জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।</p> <p>২. মাছের পুকুর যদি সরকারী ও সরকারের কাছ থেকে লীজকৃত জমিতে হয়, তাহলে দখল হস্তান্তরের সময় পুকুরের মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।</p>	<p>১. মাছের পরিমাণ ও পুকুর খননের জন্য ক্ষতিপূরণ জেলা প্রশাসক নির্ধারণ করবেন।</p>	<p>১. জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মূল্যায়ন করে প্রকৃত মালিক এবং লীজের মালিক নির্ধারণ করবেন।</p> <p>২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদান করবেন।</p> <p>৩. জেলা প্রশাসক মাছ ও পুকুরের বাজার দরের জন্য CCL প্রদান করবেন।</p>

	তবে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারার শর্ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।			
--	---	--	--	--

**৬.১.ঘ - ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ বাড়িঘর/ স্থাপনা বা বসবাস এবং বানিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়**

প্রাপ্যোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. আইন অনুযায়ী নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে আদালত যাকে আইনসম্মত মালিক হিসাবে নির্ধারণ করবে।	১. আইনের অধীন ক্যাশ ক্ষতিপূরণ (CCL), যার মধ্যে ৫০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত।	১. ৩ ধারা নোটিশ দেয়ার পর চূড়ান্ত শনাক্তকালে প্রকল্প সীমানায় যেসব ঘরবাড়ি বা স্থাপনা থাকবে তার সবকিছুই গণ্য হবে।	১. যৌথ তদন্ত সাপেক্ষে সম্পদের ক্ষতি নির্ধারণ করা হবে। ২. অবকাঠামোর ক্ষেত্রে যেদিন ৩ ধারা নোটিশ দেয়া হবে, সেদিন থেকেই cut-off date গণনা করা হবে।	১. জেলা প্রশাসক স্থাপনার CCL প্রদান করবেন। ২. সরকারী আইন ও বিভিন্ন প্রকল্পের উদাহরণ দেখে জেলা প্রশাসক CCL পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

**৬.১.ঙ - ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ গাছপালা, কলা ও বাঁশ ঝাড়**

প্রাপ্যোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. CCL মূল্যায়নের সময় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক। ২. সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদানকৃত বৈধ ইজারাধারী। ৩. পাবলিক সংস্থা/NGO কর্তৃক পরিচালনা।	১. কাঠ-জাতীয় গাছ এবং বাঁশের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য। ২. (অকাঠ) ফলজ গাছঃ যদি গাছটি ফল ধারণের কাছাকাছি সময় অথবা ফলবতী অবস্থায় থাকে, তাহলে ফলের আনুমানিক বাজার মূল্য। ৩. (কাঠ-জাতীয়) ফলজ গাছঃ যদি গাছটি ফল ধারণের কাছাকাছি সময় অথবা ফলবতী অবস্থায় থাকে, তাহলে ফল ও কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য। ৪. প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক কলা বাগানের জন্য এককালীন ফলের আনুমানিক বাজার মূল্য। ৫. পাবলিক/NGO কর্তৃক পরিচালিত গাছ উপরিউক্ত ১-২ এর অনুরূপ।	১. অধিগ্রহণ আইন ও বনবিভাগের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন প্রজাতি ও বিভিন্ন আকারের গাছের ক্ষতি নির্ধারণ করতে হবে। ২. মালিক যদি কয়েকজন হয়, তাহলে একক কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবেনা।	১. মালিক কয়েকজন হলে, ক্ষতিপূরণ সবার মাঝে ভাগ করে দিতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক সকল বৈধ মালিকদের CCL প্রদান করবেন। ২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদান করবেন। ৩. বন বিভাগের পরামর্শে জেলা প্রশাসক CCL নির্ধারণ করবেন।

৬.১.৮- ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ দন্ডায়মান ফসল

প্রাপ্যোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক BWDB-তে সম্পদ হস্তান্তরের সময় সনাক্ত কৃষক (ফসল রোপনকারী ব্যক্তি)ঃ মালিক, ভাড়াটে, ভাগচাষী (আনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক চুক্তি) ইত্যাদি।	১. জমি হস্তান্তরের সময় দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতিপূরণ। ২. ফসল ও গাছপালা কৃষক/মালিক নিয়ে যেতে পারবে।	১. দখল হস্তান্তরের সময় ফসলের বাজার মূল্য জেলা প্রশাসক কৃষি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের বিপন্ন বিভাগের সহায়তায় নির্ধারণ করবেন। ২. দন্ডায়মান পাঁকা ফসল কাটার জন্য নোটিশ দিতে হবে। অন্যথায় সম্পূর্ণ ফসলের দাম দিতে হবে।	১. ফসলের বর্তমান বাজার দর জেলা প্রশাসক নির্ধারণ করবেন। ২. দখল হস্তান্তরের সময় দন্ডায়মান ফসল আছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক কৃষি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের বিপন্ন বিভাগের সহায়তায় ফসলের দাম নির্ধারণ ও প্রকৃত মালিককে CCL প্রদান করবেন।

৬.২ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ

৬.২.ক -কৃষিজমির ক্ষতি

প্রাপ্যোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. বৈধ মালিকগণ CCL ক্ষতিপূরণের সময় জেলা প্রশাসক অথবা আইনি বিবাদে ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। ২. মালিকানার বন্টন বৈধ দলিলের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। ৩. অর্পিত সম্পত্তি বা ইজারা ব্যতীত জমির বর্তমান মালিক জরিপের সময় PAVC দ্বারা চিহ্নিত হবেন।	১. প্রযোজ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইনানুগ ক্ষতিপূরণের পর প্রতিস্থাপন মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ অতিরিক্ত সহায়তা হিসাবে প্রদান। ২. উৎপাদনশীল জমি থেকে আয়ের ক্ষতির ক্ষেত্রে দুটি ফসলের জন্য প্রতিস্থাপন ভাতা টাকা ৩০০/শতাংশ। ৩. অর্পিত অনাবাসিক (VNR) সম্পত্তির জন্য ভাড়া (ইজারা ব্যতীত) জেলা প্রশাসক কর্তৃক আইনানুগ ভাবে ইজারাকৃত VNR-এর জন্য নির্ধারিত হারের সমতুল্য হবে।	১. সম্পদ মূল্যায়ন ও পরামর্শক কমিটি (PAVC) কৃষি জমির প্রতিস্থাপন মূল্য সুপারিশ করবে। ২. জমির প্রতিস্থাপন মূল্য হল বর্তমান স্ট্যাম্প ও বাজার মূল্য এবং রেজিস্ট্রেশন খরচ, যা বর্তমান বাজার মূল্যের ১০% (শর্ত হলো জমিটি প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে)। ৩. ফসল কাটার জন্য এক মাসের নোটিশ দিতে হবে। অন্যথায়, ফসলের সম্পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। ৪. যদি প্রতিস্থাপন মূল্য CCL এর তুলনায় বেশী হয় তবে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসাবে INGO এর সহায়তায় BWDB ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করবে। ৫. INGO এর সহায়তায় BWDB	১. ক্ষতিপূরণের নীতিমালা ও ধারা নোটিশের পর ক্ষতিগ্রস্তদের অবহিত করতে হবে। ২. জমির কাগজপত্রের সমস্যা থাকলে মালিকদের সহায়তা করতে হবে যেনো জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে অল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। ৩. মৌজা অনুযায়ী জমির বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। ৪. জমির খাজনা বাকী থাকলে তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায় করার দায়িত্ব প্রকল্পের নয়। ৫. ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে একের অধিক জমি অধিগ্রহণ করতে হলে সমস্ত জমির প্রতিস্থাপন মূল্য যদি CCL থেকে বেশী হয়, তাহলে সেই	১. সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের। ২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদান করবেন। ৩. BWDB এবং INGO জমির মালিকগণকে RAP এর নীতিমালা অবহিত করবেন ও রেকর্ড ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
		ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর ভাতা প্রদান করবে টাকা ৩০০/শতাংশ ফসলের জন্য দুই বার।	পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।	

৬.২.খ- ক্ষয়ক্ষতির ধরণঃ বসতভিটার জমি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. আইনানুগ মালিকগণ হলো আইনানুগ নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাদেরকে সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে আদালত যাদেরকে আইনসঙ্গত মালিক হিসেবে নির্ধারণ করবে।</p> <p>২. মালিকানার বন্টন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বৈধ দলিলের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।</p> <p>৩. বর্তমান মালিক এবং ইজারা ছাড়া অর্পিত সম্পত্তি (ভূমি) এর ব্যবহারকারীদের PAVC এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।</p>	<p>১. প্রযোজ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইনানুগ ক্ষতিপূরণের পর প্রতিস্থাপন মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান।</p> <p>২. সংশ্লিষ্ট মৌজার CCL দরে পুনর্বাসন স্থলের গুট বরাদ্দ।</p> <p>৩. আইনসঙ্গত মালিকগণ উথুলিদের (Squatters) জন্য বাস্তব উন্নয়ন ভাতা (HDA)।</p> <p>৪. মৌলিক সুাবধা সমূহ অধিগ্রহণের পূর্বাভাসে ফিরিয়ে আনা (পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি)।</p> <p>৫. ইজারাধীন VNR সম্পত্তির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক হিসাব অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তির মালিক/ব্যবহারকারীদের আবাসন মানের সমতুল্য ভাড়া ভাতা।</p>	<p>১. সম্পদ মূল্যায়ন ও পরামর্শক কমিটি (PAVC) কৃষি জমির প্রতিস্থাপন মূল্য সুপারিশ করবে।</p> <p>২. জমির প্রতিস্থাপন মূল্য হল বর্তমান স্ট্যাম্প ও বাজার মূল্য এবং রেজিস্ট্রেশন খরচ, যা বর্তমান বাজার মূল্যের ১০% (শর্ত হলো জমিটি প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে)।</p> <p>৩. লীজকৃত জমির ক্ষেত্রে লীজের নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।</p> <p>৪. যদি প্রতিস্থাপন মূল্য CCL এর তুলনায় বেশী হয় তবে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসাবে INGO এর সহায়তায় BWDB ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করবে।</p> <p>৫. অধিগ্রহণের কারণে যে সকল মানুষদের সরে যেতে হবে, তাদেরকে স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে খানা প্রধানকে পুনর্বাসনের সময় ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। আই এন জিও খানাদের নতুন ঠিকানা রেকর্ড করবেন।</p> <p>৬. ভূমি মালিকগণ যারা</p>	<p>১. ক্ষতিপূরণের নীতিমালা ৩ ধারা নোটিশের পর ক্ষতিগ্রস্তদের অবহিত করতে হবে।</p> <p>২. জমির কাগজপত্রের সমস্যা থাকলে মালিকদের সহায়তা করতে হবে যেনো জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে অল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।</p> <p>৩. মৌজা অনুযায়ী জমির বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।</p> <p>৪. জমির খাজনা বাকী থাকলে তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায় করার দায়িত্ব প্রকল্পের নয়।</p> <p>৫. ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে একের অধিক জমি অধিগ্রহণ করতে হলে সমস্ত জমির প্রতিস্থাপন মূল্য যদি CCL থেকে বেশী হয়, তাহলে সেই পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।</p>	<p>১. সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের।</p> <p>২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদান করবেন।</p> <p>৩. BWDB এবং INGO জমির মালিকগণকে RAP এর নীতিমালা অবহিত করবেন ও রেকর্ড ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।</p> <p>৪. জেলা প্রশাসক CCL মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং BWDB প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করবেন জমির ধরন ও মূল্য নির্ধারণ কমিটির সহায়তায়।</p>



প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
		<p>স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত হবেন তাদেরকে ২০,০০০ টাকা/ খানা প্রদান করা হবে এবং ভূমিহীনদেরকে অবকাঠামোর জন্য প্রতি বর্গফুটের জন্য ৫০ টাকা হারে দেয়া হবে।</p> <p>৭. যারা সরকারী পুনর্বাসন এলাকায় যেতে ইচ্ছুক, তারা ৪ শতাংশ জমি সরকারী মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন।</p> <p>৮. লীজকৃত জমির উপর যে সকল মালিক ভাড়া দিয়েছেন, তারা ভাড়ার ক্ষতিপূরণ পাবেন।</p>		

৬.২.গ- ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ পুকুর ও মৎস্য সম্পদ।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. পুকুরের বৈধ মালিক জমির ক্ষতিপূরণ পাবে, যেখানে আইনানুগ অথবা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত চাষী, ব্যবহারকারী মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে।	<p>১. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন মূল্যের সমমান পাবার জন্য CCL এর উপর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।</p> <p>২. মৎস্য সম্পদের (PFS) বাজারমূল্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ মাছ ধরতে এবং তা নিয়ে যেতে পারবে।</p> <p>৩. পুকুর যদি কোন সরকারী সংস্থা থেকে ইজারাকৃত হয় তখন সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের ক্ষতিপূরণ ইজারার শর্তানুযায়ী হবে।</p>	১. মাছের পুকুর যদি সরকারী ও সরকারের কাছ থেকে নেয়া লীজকৃত জমিতে হয়, তাহলে দখল হস্তান্তরের সময় পুকুরের মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং মাছ নিয়ে যেতে পারবে।	১. মৎস্য বিভাগের সহায়তায় মাছের পরিমাণ ও এর বর্তমান বাজার মূল্য PAVC নির্ধারণ করবে।	<p>১. সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের।</p> <p>২. BWDB/INGO ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা, ক্ষতিগ্রস্তদের রেকর্ড ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং RAP বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে।</p> <p>৩. BWDB মাছের বর্তমান মূল্য ও পুকুরের প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করবে।</p>

৬.২.ঘ - ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ বসবাস ও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত ভবন।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. CCL প্রদান প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক অথবা আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুগ মালিক।</p> <p>২. স্বত্ব-বিহীন ব্যক্তিবর্গ এবং উথুলী (squatters) যাদের RAP জরীপের সময় সরকারী জমিতে/বাঁধের ধারে ভৌতকাঠামোর মালিক হিসাবে পাওয়া গেছে।</p> <p>৩. ইজারা ব্যতীত অর্পিত সম্পত্তির মালিক এবং ব্যবহারকারী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময়</p>	<p>১. প্রতিস্থাপন মূল্যের জন্য CCL এর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।</p> <p>২. ভৌত কাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG)।</p> <p>৩. গৃহনির্মান অনুদান (HCG)।</p> <p>৪. PMU কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উদ্ধারযোগ্য নির্মাণ সমগ্রী/সমস্ত ঘর/ কাঠামোর মালিকবৃন্দ বিনা মূল্যে সরিয়ে নিতে পারবে।</p> <p>৫. অসহায় ও নারী-প্রধান পরিবারবর্গ বিশেষ অর্থ-সহায়তা পাবে।</p> <p>৬. পুনর্বাসন স্থলে (RS) একই বা পার্শ্ববর্তী মৌজার CCL মূল্যে ৪ শতাংশ জমি ক্রয় করতে পারবে।</p> <p>৭. জমি উন্নয়ন বা বসতভিটা নির্মাণের জন্য নিজ দায়িত্বে স্থানান্তরকারী ভিটা উন্নয়ন অনুদান (HDA) পাবে।</p> <p>৮. সকল গৃহ/ভৌত-কাঠামোর মালিকেরা উদ্ধারযোগ্য নির্মাণ সামগ্রী নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবার অধিকার রাখে।</p> <p>৯. PAVC কর্তৃক নির্ধারিত ভৌত-কাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য।</p> <p>১০. বাড়িঘর/ভৌত-কাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG) এবং গৃহ নির্মাণ অনুদান (HCG)।</p> <p>১১. অস্থায়ী ভৌত কাঠামো স্থানান্তরের</p>	<p>১. ৩ ধারা নোটিশ প্রদানের সময় প্রকল্প সীমানায় যেসব ঘরবাড়ী বা স্থাপনা ছিল সে-সবকিছুর জন্য প্রযোজ্য হবে।</p> <p>২. সরকারী বা BWDB এর দখলকৃত জমির উপর যেসকল ঘরবাড়ী বা স্থাপনা আছে তার জন্য প্রতিস্থাপন মূল্য প্রযোজ্য হবে।</p> <p>৩. যে সকল ভৌত-কাঠামো (বাঁশ, খড়, পাতা, টিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরী) সহজে সরানো যায়, সেগুলোর জন্য ভৌত কাঠামো স্থানান্তর অনুদান প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% এবং নতুনভাবে তৈরী করার জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% দেয়া হবে।</p> <p>৪. যে সব স্থাপনা সরানো সম্ভব নয় (ইট,সিমেন্ট,ইটের দালান ইত্যাদি) সেগুলোর জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% অনুদান দেয়া হবে।</p> <p>৫. যে সব খানাসমূহ সেচ্ছায় পছন্দমত জায়গায় পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক, সেক্ষেত্রে খানাসমূহ ভিটা উন্নয়ন অনুদান (HAD) পাবেন। INGO খানাসমূহের নতুন ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবে এবং প্রয়োজনে স্থানান্তরে সহায়তা করবে।</p> <p>৬. জমির মালিকগণ প্রত্যেকে ২০,০০০ টাকা করে ভিটা উন্নয়ন অনুদান পাবেন এবং জমি স্বত্ববিহীন (squatters) খানাসমূহ প্রতি বর্গফুট প্রাথমিক ভৌত কাঠামোর জন্য ৫০ টাকা করে ভিটা উন্নয়ন অনুদান পাবেন।</p> <p>৭. যে সব খানা আবাসিক স্থাপনা প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁরা পুনর্বাসন স্থলে (RS) একই বা পার্শ্ববর্তী মৌজার CCL মূল্যে ৮ শতাংশ জমি ক্রয় করতে পারবেন।</p> <p>৮. হতদরিদ্র খানাসমূহ যাদের বার্ষিক আয় ৭৪,৪০০ টাকা বা তার কম, অচল বা অত্যন্ত</p>	<p>১. PAVC জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, BWDB, INGO এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত।</p> <p>২. আইনসম্মত মালিকদের জন্য ৩ ধারার নোটিশ জারির সময় ঘরবাড়ী ও স্থাপনার চূড়ান্ত শনাক্তকাল এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত হয়নি এমন মালিকদের স্থাপনার জন্য গুমারি জরিপ চূড়ান্ত শনাক্ত কাল হিসাবে গণ্য হবে।</p> <p>৩. স্থাপনার যৌথ তদন্তের সময় স্থাপনাগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।</p> <p>৪. ইচ্ছুক হতদরিদ্রদের জন্য BWDB বসবাসের জন্য পুনর্বাসন এলাকা স্থাপন করবে এবং জমি ক্রয়ের মাধ্যমে সেখানে তাঁদের পুনর্বাসন করা হবে।</p> <p>৫. বাজার দর যাচাই ও নির্ধারণের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রতিস্থাপন মূল্যে দেয়া হবে।</p>	<p>১. BWDB/INGO ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP নীতিমালা অবহিত করবে।</p> <p>২. INGO এবং PAVC'র সহায়তায় BWDB প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ণয় করবে।</p>

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
৪. চিহ্নিত)। আবাসিক অথবা ব্যবসায়িক ভাড়াটে বৃন্দ	<p>জন্য ভৌত কাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG)।</p> <p>১২. প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ৪.০০ শতাংশ প্লটের জন্য CCL মূল্য প্রদানের মাধ্যমে তাঁরা যোগ্য বিবেচিত হবেন।</p> <p>১৩. যদি তাঁরা নিজ দায়িত্বে স্থানান্তরিত হন, তবে ভিটা উন্নয়ন অনুদানের (HDA) জন্য বিবেচিত হবেন।</p> <p>১৪. অসহায় ও নারী-প্রধান পরিবারবর্গ বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবেন।</p> <p>১৫. সব গৃহ/ভৌত-কাঠামোর মালিকগণ উদ্ধারযোগ্য নির্মাণ সামগ্রী সেচ্ছায় নিয়ে যেতে পারবেন।</p> <p>১৬. ভাড়াটেদের অগ্রিম নোটিশ দেয়া হবে এবং বিকল্প আবাসন খুঁজতে সহযোগিতা করা হবে। তাছাড়াও, মালামাল স্থানান্তরের জন্য অনুদান (SGB) এবং এক মাসের ভাড়া ভাতা হিসেবে দেয়া হবে।</p>	<p>বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাঁরা এককালীন ৫,০০০ টাকার বিশেষ অনুদান পাবেন।</p> <p>৯. ক্ষতিগ্রস্ত যে সব পরিবারের খানাপ্রধান মহিলা এবং দরিদ্র, তারা পরিবার পিছু এককালীন ৫,০০০ টাকার বিশেষ অনুদান পাবেন।</p> <p>১০. যে সব ছোট স্থাপনাগুলো বাঁশ বা বাঁধের পায়ার উপর স্থাপিত, সেগুলো ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবেন। কিন্তু অন্য কোন স্থানে স্থাপনা করার জন্য সহায়তা করা হবে এবং স্থানান্তরের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।</p> <p>১১. আবাসিক ও ব্যবসায়িক ভাড়াটিয়াদের স্থাপনা স্থানান্তরের জন্য ৫,০০০ টাকা দেয়া হবে।</p>		

#### ৬.২.৬- ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ গাছ, কলা ও বাঁশ ঝাড়

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক CCL নির্ণয় প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত আইনানুগ মালিকবৃন্দ।</p> <p>২. সামাজিক ভাবে নির্ধারিত মালিক। যেমন,</p>	<p>১. কাঠ জাতীয় গাছ, বাঁশ এবং কাঠ জাতীয় ফলজ গাছের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত (CCL) মূল্যের অধিক মূল্য এবং ফলজ গাছের ক্ষত্রে ৩০% কাঠের মূল্য পরিশোধ।</p> <p>২. কলা গাছ : জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত CCL মূল্যের উপর ব্যক্তিগত জমির ক্ষত্রে</p>	<p>১. বন বিভাগের পরামর্শ অনুসারে প্রকল্প এলাকায় শনাক্ত সকল গাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ।</p> <p>২. বড় ও মাঝারি গাছের ফলের দাম এক বছরের</p>	<p>১. মালিকানা একাধিক ব্যক্তির হলে চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য ক্ষতিপূরণ পাবেন।</p> <p>২. ইজারার</p>	<p>১. BWDB/INGO ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP নীতিমালা অবহিত করবে।</p> <p>২. জেলা প্রশাসক CCL নির্ধারণ করবেন এবং BWDB, INGO ও PAVC এর</p>

উপুলি (squatters)। ৩. সরকারী সংস্থা কর্তৃক বৈধ ইজারাধারী। ৪. পাবলিক সংস্থা/NGO কর্তৃক সমর্থিত গোষ্ঠি।	এককালীন ফলের দাম এবং সরকারী জমির ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্য (জেলা প্রশাসক CCL এর বাইরে) পরিশোধ করা হবে। ৩. সরকারী/NGO সমর্থিত কর্মসূচীর আওতাধীন গাছের ক্ষেত্রে ১ ও ২ এর নিয়ম অনুসরণ করা হবে। ৪. গাছ ও ফলমূল মালিকবৃন্দই কর্তন করবেন ও নিয়ে যেতে পারবেন।	জন্য দেয়া হবে কাঠের দামের ৩০% হারে। ৩. একাধিক ব্যক্তি গাছ বা ফলের মালিক হলে ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবেনা।	ক্ষেত্রে PAVC ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শনাক্ত করবে।	সহায়তায় প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করবেন।
---	---	---	--	---

#### ৬.২.ছ - ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ দভায়মান ফসলাদি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. PAVC কর্তৃক নির্ধারিত কৃষক (যিনি ফসল রোপন করেছেন)ঃ মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটে, ভাগচাষী ইত্যাদি (যাদের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক চুক্তি আছে)।	১. জেলা প্রশাসকের CCL এর উপর ব্যক্তিগত জমির জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সরকারী জমিতে ব্যক্তিগত গাছের জন্য ফসলের বাজার মূল্য পরিশোধ। ২. ফসল ও রোপিত চারা কৃষকেরই থাকবে।	১. PAVC বাজারমূল্য নির্ধারণ করবে। ২. ফসল কাটার জন্য পূর্বে ক্ষতিগ্রস্তদের অবহিত করতে হবে। অন্যথায়, সম্পূর্ণ ফসলের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩. বর্গাচাষীরা আয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।	১. PAVC ফসলের বাজারমূল্য নির্ধারণ করবে। ২. দখল হস্তান্তরের সময় দভায়মান ফসল আছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	১. BWDB/INGO ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP নীতিমালা অবহিত করবে। ২. BWDB/INGO ও PAVC জেলা প্রশাসক এর সহায়তায় ফসলের বাজারমূল্য নির্ধারণ করবে।

৬.২.জ -ক্ষতির ধরণঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. স্থানীয় সমাজ/ক্ষতিগ্রস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ।	<p>১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক CCL পরিশোধের পর প্রতিস্থাপন মূল্যের সমপরিমাণ বাড়তি ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং জেলা প্রশাসকের ক্ষতিপূরণ না পেলে প্রতিস্থাপন মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান।</p> <p>২. ভৌত কাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG)।</p> <p>৩. গৃহ নির্মাণ অনুদান (HCG) অথবা,</p> <p>৪. স্থানীয় সমাজ পরিচালনা পরিষদের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের পক্ষ থেকে নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ।</p>	<p>১. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এলাকাসীমার সাথে পরামর্শ করে কোথায় নতুন সামাজিক স্থাপনা সরানো যায় তা নির্ধারণ করবেন।</p> <p>২. সামাজিক প্রতিষ্ঠান আগের মত বা আগের চেয়ে ভালোভাবে তৈরী করতে হবে, যদি প্রকল্প কর্তৃক স্থাপনা তৈরী করা হয়।</p> <p>৩. ভৌত কাঠামো যদি প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা হয়, তাহলে প্রকল্প সেগুলো দেখাশোনা করবে।</p> <p>৪. যদি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে নতুন মসজিদ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ভাঙ্গা যাবে না।</p>	<p>১. PAVC জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, BWDB, INGO এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত। বাজার জরিপের ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করা হবে।</p> <p>২. CCL-এযে সকল স্থাপনা বাদ পড়েছে, সেগুলো ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে গুমারী করা হবে তার মাধ্যমে শনাক্ত করা হবে।</p> <p>৩. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য BWDB নতুন একটা জায়গা খুঁজে বের করবে।</p> <p>৪. BWDB এর পরামর্শে সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রতিস্থাপন মূল্যে দেয়া হবে।</p>	<p>১. BWDB/INGO ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP নীতিমালা অবহিত করবে।</p> <p>২. BWDB-INGO ওPAVC'র সহায়তায় প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ণয় করবে।</p>

## ৬.৩ অন্যান্য পুনর্বাসন বিষয়ক সুবিধা

### ৬.৩.ক - ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আয়ের ক্ষতি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. যে কোনো উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী বা কারিগর যিনি ৩ ধারা নোটিশ জারীর সময় বা শুমারির সময় অধিগ্রহণাধীন ঘরে/স্থাপনায় বানিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।</p> <p>২. শুমারির সময় চিহ্নিত স্থাপনা যা নিজস্ব বা BWDB/ সরকারী জমিতে স্থাপিত এবং যেসব মালিক ভাড়া দিয়েছেন।</p>	<p>১. প্রতিস্থাপন মূল্যে পৌছানোর জন্য CCL এর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ।</p> <p>২. আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা ৩০ দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে।</p> <p>৩. যে সকল স্থাপনা সাময়িকভাবে স্থানচ্যুত করতে হবে, সেগুলো ৩০ দিনের ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ পাবে।</p> <p>৪. স্থায়ীভাবে স্থানচ্যুত ব্যবসায়িক স্থাপনার জন্য ৬০ দিনের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।</p> <p>৫. ভাড়া দেয়া স্থাপনা থেকে আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।</p>	<p>১. বড় আকারের ব্যবসা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দৈনিক প্রকৃত আয়ের উপর ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তবে তা PAVC এর সাথে পরামর্শ করে দৈনিক ১,০০০ টাকার বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পর্যন্ত।</p> <p>২. ছোট বা মাঝারী আকারের ব্যবসা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দৈনিক প্রকৃত আয়ের গড়ের উপর ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তবে তা PAVC এর সাথে পরামর্শ করে দৈনিক ৫০০ টাকার বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত।</p> <p>৩. ব্যবসা নতুনভাবে খোলার জন্য আংশিক বা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ ৩০ দিনের ক্ষতিপূরণ পাবেন। তবে তা গড়ে দৈনিক ৩০০ টাকার বেশী হবে না।</p> <p>৪. নিজস্ব জমিতে মালিকগণ যেসব স্থাপনা করেছেন এবং ভাড়া দিয়েছেন সেক্ষেত্রে দোকানের মালিক ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং PAVC তা নির্ধারণ করবে।</p> <p>৫. স্বল্প আয়ের ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ভাড়ায় দেয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক স্থাপনাগুলো যা সরকারী, BWDB বা বাঁধের উপর স্থাপিত, সেসব স্থাপনার মালিকগণ ভাড়ার ক্ষতিপূরণ পাবেন না।</p> <p>৬. হতদরিদ্র উথলী যারা ক্ষুদ্র ব্যবসা করতেন তারা জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।</p>	<p>১. যেসব স্থাপনা সরানো যাবে, সেগুলো ক্ষতিপূরণের আওতাভুক্ত হবে।</p> <p>২. শুমারীর সময় ব্যবসার ধরন, মেঝের ধরন রেকর্ড করা হবে।</p> <p>৩. মালিক ও ভাড়াটিয়া ব্যবসার স্থান পর্যবেক্ষণ করবেন।</p>	<p>১. যৌথ তদন্তের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ব্যবসার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারেন অথবা শুধু ব্যবসায়িক ভৌত-কাঠামোর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারেন।</p> <p>২. BWDB এর সহায়তায় ব্যবসা থেকে গড় দৈনিক আয় নির্ধারণ করা হবে।</p> <p>৩. BWDB ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP নীতিমালা, প্রতিস্থাপন মূল্য অবহিত করবে এবং INGO RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।</p>

৬.৩.খ - আয়ের সাময়িক ক্ষতি (ক্ষতিগ্রস্থ দোকানের কর্মচারী)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. ব্যবসায়ে কমপক্ষে একটানা ৬ মাস নিয়োজিত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ যারা ব্যক্তি ও সরকারী জমি থেকে স্থানচ্যুত হয়েছেন।	১. আয়ের সাময়িক ক্ষতি অনুদানের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।	২. cut-off date এর আগ পর্যন্ত কাজের মেয়াদকাল গণনা করা হবে। ৩. বর্তমান বাজার মূল্যে মোট ৩০ দিনের সমপরিমাণ দৈনিক মজুরী দেয়া হবে যা PAVC কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ দৈনিক ৩০০ টাকার বেশী নয়। ৪. শিশু বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য যারা মাঝে মাঝে ব্যবসায় সাহায্য করে তারা ক্ষতিপূরণ পাবেন না।	১. PAVC স্থানচ্যুত ব্যবসায় নিয়োজিত কর্মচারীদে সংখ্যা বিষয়ক তথ্য যাচাই করবে।	১. PAVC এর সহায়তায় BWDB কর্মচারীদের দৈনিক গড় মজুরী নির্ধারণ করবে এবং সে মোতাবেক মজুরীর ক্ষতিপূরণ ঠিক করা হবে। ২. BWDB ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে RAP নীতিমালা, প্রতিস্থাপন মূল্য অবহিত করবে এবং RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরী করবে।

৬.৩.গ - ইজারা, বর্গাচাষী, বন্ধকী বা খাস জমির ক্ষেত্রে

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১. আইনসম্মত ইজারা/বর্গাচাষী/বন্ধকী/খাস জমি: আইনসম্মত কাগজপত্রের মাধ্যমে ইজারা গ্রহীতা। ২. সমাজ স্বীকৃত বর্গাচাষী/ইজারা/বন্ধকী/খাস জমি: অলিখিত ভোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি মোতাবেক সমাজ স্বীকৃত বর্গাচাষী/ইজারাদার/বন্ধকী/খাস জমি ভোক্তা।	১. ফসল বা মাছের বদলী মূল্য। ২. জমির মালিক চুক্তি মোতাবেক ইজারার জন্য ধার্য মূল্যের অপরিশোধিত অর্থ বর্গাচাষী/ইজারাদার/বন্ধকী/ভাগ-চাষীকে ফেরত দেয়া হবে।	১. আইনসম্মত চুক্তির ক্ষেত্রে: জেলা প্রশাসক জমির মালিক এবং বর্গাচাষী/ইজারাদারকে আইন অনুসারে CCL প্রদান করবেন। ২. মৌখিক চুক্তির ক্ষেত্রে: জমির আইনসম্মত মালিক জেলা প্রশাসক অফিস থেকে CCL সংগ্রহ করবেন। ৩. যেখানে CCL পুনর্বাসন খরচের চেয়ে কম সেখানে জমির আইনসম্মত মালিকগন BWDB এর কাছ থেকে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ পাবেন: (ক) যদি সব ঋন পরিশোধিত থাকে, (খ) যদি না থাকে, তবে আইনসম্মত মালিকগন ঋন পরিশোধের পর অবশিষ্টাংশ পাবেন। যদি ঋনের পরিমাণ প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায় তবে বাড়তি টাকা সেই জমির মালিক প্রদান করবে।	১. PAVC এর তদন্তে অধিগ্রহণা ধীন বর্গা জমির মালিক এবং সংশ্লিষ্ট বর্গাচাষী বা খায়-খালাসি চাষী শনাক্ত হবে। ২. জমির বর্তমান ভোগস্বত্বের ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য থাকলে অভিযোগ নিরসন কমিটির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা হবে।	১. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদান করবেন। ২. BWDB, RAP বাস্তবায়ন সংস্থার সহায়তায় চুক্তি মোতাবেক আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ৩. BWDB নিশ্চিত করবে যে ইজারাদারের সকল ঋন পরিশোধ করা হয়েছে।

## ৭. পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কৌশল

### ৭.১. খানা পুনর্বাসন

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
<p>১. নিজস্ব জমিতে বসবাস-কারী।</p> <p>২. বাঁধের উপর বা সরকারী জমিতে বসবাস-কারী।</p>	<p>১. বসবাসরত ভিটা জমি ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত পুনর্বাসন। গ্রামে ৪ (চার) শতাংশ জমি প্রদান করা হবে যা ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ি যে মৌজায় অবস্থিত, সেই মৌজায় অবস্থিত, সেই মৌজা মূল্যে ( জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ) বা পার্শ্ববর্তী মৌজা মূল্যে দেয়া হবে।</p> <p>২. বাঁধের উপর বসবাসরত খানাসমূহের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত (১.) নিয়ম প্রযোজ্য হবে।</p>	<p>১. যাদেরকে RS এ পুনর্বাসন করা হবে, তারা নিজ নিজ মৌজা বা পার্শ্ববর্তী মৌজার CCL মূল্য অনুসারে প্লট জমি ক্রয় করবেন।</p> <p>২. RS যদি BWDB বা খাস জমি অথবা অধিগ্রহণকৃত ব্যক্তিগত বা অন্য কোন বিভাগের জমিতে স্থাপন করা হয়, তাহলে জমির মূল্য স্ব স্ব মৌজার CCL মূল্য অনুসারেই নির্ধারণ হবে।</p>	<p>১. যারা বাস্তবায়িত হবেন তাদের সাথে পুনর্বাসন এলাকার প্রকৃতি, অবস্থান, আয়তন, বর্তমান জমি মালিকানার হাল, জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়া এবং জমির মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা করতে হবে।</p> <p>২. পুনর্বাসিত লোকজন যদি চান তবে তাদের প্রতিবেশীদের সংলগ্ন জমি পেতে পারেন।</p> <p>৩. নির্ধারিত জমি স্বামী ও স্ত্রীর নামে নিবন্ধন করা হবে এবং তা আগামী দশ বছরের মধ্যে হস্তান্তরযোগ্য হবে না।</p>	<p>১. BWDB পুনর্বাসনের জন্য পরিবারসমূহের তালিকা পর্যালোচনা করবে এবং পুনর্বাসন যোগ্যতা নির্ধারণ করবে। RAP বাস্তবায়ন সংস্থা এ কাজে BWDB কে সহায়তা দেবে।</p>

### ৭.২. গোষ্ঠী বা দল পুনর্বাসনঃ

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ
<p>১. আত্মীয়তার সম্পর্কযুক্ত একই গোষ্ঠীর ৬-১০ খানা এক সাথে বসবাসরত।</p> <p>২. খানা বা পরিবার সমূহ নিজস্ব বা বাঁধের জমিতে বসবাসরত।</p>	<p>১. প্রত্যেক খানাকে প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত পুনর্বাসন গ্রামে ৪ (চার) শতাংশ জমি প্রদান করা হবে যার মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ী যে মৌজায় অবস্থিত, সেই মৌজার সরকারী মূল্য বা পার্শ্ববর্তী মৌজার সরকারী মূল্যের সমান।</p> <p>২. নিজস্ব জমিতে বসবাসরত খানাসমূহ ২০,০০০ টাকা এবং বাঁধের উপর বসবাসকারী খানাসমূহ ৫০ টাকা/বর্গফুট হারে (HDA নির্ধারিত) অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন।</p>

### ৭.৩ সামাজিক সুযোগ সুবিধা

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ
<p>১. যে গ্রামে পুনর্বাসন গ্রামে স্থাপন করা হবে সে গ্রামের বসবাসকারী।</p>	<p>১. নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যেমনঃ সংযোগ সড়ক, নলকূপ, টয়লেট, প্রার্থনা রুম/মসজিদ, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ, খোলা জায়গা, ব্যবসায়িক জায়গা, পানি/ পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেন ইত্যাদি।</p>
<p>২. যে গ্রামে পুনর্বাসন গ্রাম প্রকল্প কর্তৃক স্থাপন করা হবে।</p>	<p>২. যে গ্রামে পুনর্বাসন গ্রাম নির্মাণ করা হবে, সে গ্রামের খানার সংখ্যা যদি পুনর্বাসন গ্রামে স্থানান্তরিত খানার সংখ্যার ১০% বা তার বেশী হয়, তাহলে উক্ত গ্রামের জরাজীর্ণ স্কুল, মসজিদ সংস্কার করা হবে এবং নলকূপ, টয়লেট স্থাপন করা হবে।</p>

## ৮. ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিরসন

প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সংক্রান্ত যথাযথ পুনর্বাসন সুবিধাদি, ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরণ ও প্রাপ্য নির্ধারণে কোনো ব্যক্তির অভিযোগ বা দ্বিমত থাকলে এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির কোন অভিযোগ থাকলে তা গুণানি ও নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) অভিযোগ নিরসন কমিটি গঠন করবে। এই কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, খানা এবং স্থানীয় লোকজনের সামাজিক পুনর্বাসন ও পরিবেশগত অভিযোগ গ্রহণ ও দ্রুত নিষ্পত্তি করা।



ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, খানা ও স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ প্রকল্প এলাকা (৫০ কিঃ মিঃ) ও প্রকল্প অফিস (ঢাকা) কর্তৃক গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পে নালিশ/অভিযোগ নিরসনের জন্য দ্বিতীয় বিশিষ্ট (Grievance Redress Committee - GRC) জি আর সি গঠন করা হয়েছে। একটি স্থানীয় পর্যায়ে জিআরসি (ইউনিয়ন পর্যায়) এবং অপরটি প্রকল্প পর্যায়ে জিআরসি (জেলা পর্যায়)। বেশীরভাগ অভিযোগই স্থানীয় পর্যায়ে নিরসন করা হবে কিন্তু যে সকল অভিযোগ স্থানীয় পর্যায়ে নিরসন করা যাবে না, তা প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসিতে স্থানান্তর করা হবে। প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি চেয়ারম্যান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, INGO প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠন করা হবে। প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU), INGO এবং জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত জ্ঞান রাখেন এমন সম্মানিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠন করা হবে। আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এবং ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় জিআরসি নিষ্পত্তি করবেনা। RAP এর আলোকে জিআরসি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

### ৮.১ - স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটিঃ

নিম্নলিখিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ের জিআরসি গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের পুনর্বাসন ইউনিটের মাঠ পর্যায়ের অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাহী প্রকৌশলী প্রতিটি জিআরসি'র আহবায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

ক. নির্বাহী প্রকৌশলী, RBIP, BWDB (মাঠ পর্যায়)	ঃ	আহবায়ক
খ. INGO প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য সচিব
গ. চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	ঃ	সদস্য
ঘ. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য	ঃ	সদস্য
ঙ. অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ইউনিয়ন	ঃ	সদস্য
চ. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য

INGO এর পরামর্শে ও আহবায়কের স্বীকৃতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে থেকে একজন প্রতিনিধিকে GRC'র সদস্য করা হবে। পূর্বের বাস্তবায়িত কিছু প্রকল্প যেমনঃ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প থেকে দেখা গেছে যে, GRC স্বার্থকভাবে এবং অল্প সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন করেছে। যে সকল অভিযোগ স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান করা যাবে না, তা প্রকল্প পর্যায়ের GRCকে নিরসনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং তা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে দায়বদ্ধ। জিআরসি প্রয়োজন মনে করলে প্রকল্প পরিচালকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

### ৮.২ - স্থানীয় পর্যায়ের GRC এর কার্যক্রম

স্থানীয় পর্যায়ের GRC নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে:

- স্থানীয় পর্যায়ের GRC অফিসে সে সকল সামাজিক, পুনর্বাসন ও পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ আসবে সেগুলোমাঠ পর্যায়ের অফিস কর্তৃক গ্রহণ করা হবে।
- কোন অভিযোগ মাঠ অফিসে গ্রহণ করার প্রথম দিনই নিরসন করার চেষ্টা করতে হবে অথবা অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে যদি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করতে হবে। প্রকল্প এলাকায় যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, তাদের অভিযোগ নিরসন করতে হবে স্থানীয় GRC এর মাধ্যমে।
- আইনানুগ মালিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে GRC কোন অভিযোগ গ্রহণ করবেনা। শুধুমাত্র জমির আইনানুগ বন্টন ও ক্ষতিপূরণ পাবার বিষয়গুলো নিয়ে অভিযোগ গ্রহণ করবে।
- কমিটির সবার ভোটের মাধ্যমে অভিযোগ নিরসন করা হবে। RAP এর নীতিমালা অনুসারে GRC সকল অভিযোগ নিরসন করবে।
- আদালতের এখতিয়ারভুক্ত কোন বিষয় নিয়ে GRC অভিযোগ গ্রহণ করবেনা।
- সদস্য সচিব এর উপস্থিতিতে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

GRC মিটিং স্থানীয় পর্যায়ে আহবায়কের অফিসে বা স্থানীয় লোকজনের পছন্দের কোন জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে। GRCপ্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ তদন্ত করতে পারবে।

### ৮.৩ - প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি

যেসব অভিযোগ স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ কমিটি সমাধান করতে পারেনি, সেগুলো প্রকল্প পর্যায়ে GRC-তে তদন্ত করা হবে। প্রকল্প পরিচালক এই কমিটির আহবায়ক ও প্রধান। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এই প্রকল্প পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে।

চেয়ারপারসন- প্রকল্প পরিচালক, RBIP, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

সদস্য সচিব- এনভাইরনম্যান্ট এন্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের (BSDU) প্রধান (টিম লিডার সদস্য-সচিবকে সহায়তা করবেন)

সদস্য- INGO কর্তৃক প্রস্তাবিত সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি যিনি পুনর্বাসন ও অধিগ্রহণ সমন্ধে জ্ঞান রাখেন।

INGO এর দলনেতা প্রকল্প ও RAP এর নীতিমালা সদস্য সচিবকে বিস্তারিতভাবে জানাবেন এবং সদস্য সচিব তা কমিটিকে অবহিত করবেন। তিনি অবশ্যই একইরকম কিছু অভিযোগ কিভাবে অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সমাধান করা হয়েছে তা লক্ষ্য করবেন। প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ কমিটি অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে অভিযোগগুলো সমাধান করবে। পরিবেশগত বা আইনী বিষয়ে যদি কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হয়, তাহলে INGO এর টিম লিডার অথবা পরিবেশগত বা সামাজিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে কমিটিকে পরামর্শ দেবেন। প্রয়োজন হলে অভিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হবে।

## ৯. পুনর্বাসন এলাকা

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পের অর্থায়নে প্রকল্প অগ্রাধিকার এলাকায় (৫০ কিঃ মিঃ-সিমলা হতে হাসনারপাড়া) ১৫টি পুনর্বাসন এলাকা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছে। প্রকল্পের কারণে ৩,৬৩৯ টি পরিবার তাদের বসতবাড়ি ও ব্যবসা হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যাদের মধ্যে ৩,৪৮০টি পরিবার বসতবাড়ি হারাবেন। ৩,৪৮০ টি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ১,৮২৪ টি খানা (৫২.৪২%) বাঁধের উপর এবং বাকী ১,৬৫৬টি খানা (৪৭.৫৮%) নিজস্ব জমিতে বসবাস করে। বসতভিটা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোর মধ্যে ১,৫৯৪টি পরিবার প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তাবিত পুনর্বাসন এলাকায় যেতে মত প্রকাশ করেছেন। প্রকল্প কর্তৃক ৫ ধরনের পুনর্বাসন এলাকা নির্মাণ করা হবে। পুনর্বাসন এলাকায় যেতে ইচ্ছুক পরিবারবর্গকে বর্তমান বাসবাসরত এলাকার এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে পুনর্বাসন করা হবে। ইচ্ছুক পরিবারবর্গকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত সরকারী মূল্যে ৪ শতাংশ জমি প্রকল্প থেকে ক্রয় করতে হবে। অন্যান্য নাগরিক সুবিধা প্রকল্প থেকে দেয়া হবে।

পুনর্বাসন কেন্দ্রের ধরন	পরিবার বসবাস করার সংখ্যা	যে সকল নাগরিক সুবিধা দেয়া হবে
A	১০-২০টি পরিবার	ভূমি উন্নয়ন, ১ঃ১ স্লাব টয়লেট, ১০ঃ১ নলকূপ, ড্রেন, ভিতরে ও বাইরে ইটের তৈরী সংযোগ সড়ক।
B	২১-৫০ টি পরিবার	উপরোক্ত (A) সুযোগ-সুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামে স্কুল ও মসজিদ উন্নয়ন, যদি প্রয়োজন হয়।
C	৫১-১০০টি পরিবার	উপরোক্ত (B) সুযোগ-সুবিধাসহ মসজিদ যদি পুনর্বাসন এলাকা থেকে ৫০০ মিটারের বেশী দূরে হয় এবং স্কুল যদি পুনর্বাসন এলাকা থেকে ১ কিঃ মিঃ এর বেশী দূরে হয় তাহলে একটি প্রাইমারী স্কুল ও নামাজের রুম/ মসজিদ ইট এবং CI সিট দিয়ে তৈরী করা হবে। পানি সংগ্রহের জন্য পুকুর এর ব্যবস্থা থাকবে।
D	১০০-২০০টি পরিবার	উপরোক্ত (C) এর সুযোগ-সুবিধা সহ একটি ব্যবসায়িক স্থান থাকবে যেখানে সর্বোচ্চ ১০টি দোকান ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্থাপন করা যাবে।
E	২০০টির বেশী পরিবার	উপরোক্ত (D) এর সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

## ১০. এলাকাসীরা সাথে যোগাযোগ স্থাপন

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাসীরা সাথে প্রকল্প কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন ও তা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে দুটি প্রকল্প অফিস স্থাপন করা হবে। এই দুটি অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকাসীকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা দেয়া হবে। তাছাড়া, প্রকল্পের সব ধরনের কাজের অগ্রগতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে নিয়মিত জানানো হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাসীরা সাথে নিয়মিত জনমত সভা করা হবে এবং যেকোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

## ১১. আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প তিন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, নারী-পুরুষের জেভার বৈষম্য দূর করা, এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসন ও তা নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করা। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সামাজিক বনায়ন, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ বৃদ্ধি, কৃষিজমির উৎকৃষ্ট ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। অদক্ষ শ্রমিক যেন দক্ষ হয়ে স্থায়ীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যেসব কমিটি গঠন করা হবে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পকাজে মহিলাদের উপস্থিতি, অদক্ষ মহিলা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া সহ এলাকায় মহিলাদের সমঅধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পে মহিলাদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। হতদরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য বিশেষ সহায়তা ও প্রকল্পের কাজে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রকল্প পুনর্বাসন এলাকায় বিশুদ্ধ পানি পান করার জন্য প্রতি ৫ টি পরিবারকে ১টি টিউবওয়েল দেয়া হবে। প্রতি পরিবারকে ১টি স্লাব ল্যাট্রিন দেয়া হবে। প্রত্যেক পুনর্বাসন এলাকায় ময়লা আবর্জনা রাখার জন্য আলাদা একটি স্থান থাকবে। প্রত্যেক পুনর্বাসন এলাকায় একজন স্বাস্থ্যকর্মী থাকবে, যেন নির্মাণকাজ চলাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যা হলে তা নিরূপণ ও প্রতিকার করা যায়। প্রকল্পের পক্ষ থেকে সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

## ১২. ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত সাধারণ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

ক্ষতিপূরণ বিষয়ক কিছু প্রশ্ন ও উত্তরঃ

বিষয়	প্রশ্ন	উত্তর
ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ	১. কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে?	১. নিজস্ব জমিতে বসবাসরত জমির মালিককে জেলা প্রশাসক মৌজা মূল্যের দেড় গুন ক্ষতিপূরণ দেবেন।
	২. ব্যক্তিগত জমির জন্য কেমন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে?	২. প্রতিস্থাপন মূল্য বা বর্তমান বাজার মূল্য পাওয়া যাবে যা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি নির্ধারণ করবে।
	৩. কোথা থেকে আমরা ক্ষতিপূরণ পাবো?	৩. জেলা প্রশাসক, INGO এর সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। BWDB ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এলাকায় গিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করবে।
	৪. বাঁধের উপর দোকানের জন্য কেমন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে?	৪. দোকান ঘর স্থানান্তর ও নতুনভাবে তৈরীর জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। বিস্তারিত ৫ নং অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।
	৫. আমরা কি ঘর ও গাছের ক্ষতিপূরণ পাবো এবং তা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো?	৫. অবশ্যই গাছ ও ঘরের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং তা নির্ধারিত সময়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
	৬. সম্পূর্ণ মালিকানাধীন জমি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং তার আর কোন জমি না থাকলে কি ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে?	৬. প্রতিস্থাপন মূল্যে জমির ক্ষতিপূরণ ও স্ট্যাম্প মূল্য দেয়া হবে। অন্য জায়গায় জমি কিনলে রেজিস্ট্রেশন মূল্য দেয়া হবে। ঘর ক্ষতি হলে পুনর্বাসন এলাকায় সরকারী মূল্যে জমি ক্রয় করতে পারবে।
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিপূরণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে	১. কবরস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা কি করবো?	১. কবরস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে এলাকার জনগনের সহায়তায় প্রকল্প এলাকার মধ্যে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সহ কবরস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।
	২. মসজিদ ও মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে?	২. মসজিদ/মন্দিরের জন্য উপযুক্ত বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে অথবা নতুন করে তৈরী করে দেয়া হবে।
	৩. সরকারী প্রাইমারী স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হলে কে পুনঃসংস্কার করবে?	উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে দেয়া হবে এবং সরকার এব্যাপারে নতুন করে ব্যবস্থা নেবে। তাছাড়া, RAP এর নিয়মনীতি অনুসারেও প্রকল্প প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।
পুনর্বাসন ও সহায়তা	১. নিজ উদ্যোগে কি পুনর্বাসিত হওয়া যাবে?	১. অবশ্যই এবং প্রকল্প এর জন্য সহায়তাও দেবে। কোথাও যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে পুনর্বাসন এলাকায় যাওয়া যাবে।
	২. আমরা নিজের জমিতে পুনর্বাসিত হতে চাইলে কি প্রকল্প কোনো সুবিধা দেবে?	২. অবশ্যই। অন্যান্য ক্ষতিপূরণের সাথে বসতবাড়ি উন্নয়নের জন্য আলাদা সহায়তা দেয়া হবে।

বিষয়	প্রশ্ন	উত্তর
	৩. প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত আমাদের পছন্দের পুনর্বাসন এলাকায় যেতে পারবো?	৩. অবশ্যই। আপনাদের জমি বরাদ্দ দেয়ার সময় তা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হবে।
	৪. যাদের জমি নাই, তারা কোথায় যাবে?	৪. তারা পুনর্বাসন এলাকায় জমি ক্রয় করতে বা সেছায় অন্য কোথাও পুনর্বাসিত হতে পারে। এর জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।
	৫. বর্তমান এলাকা থেকে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত পুনর্বাসন এলাকা কত দূরে হবে?	৫. আপনার বর্তমান বাসস্থান থেকে সর্বোচ্চ ১.৫ কি.মি. দূরে হবে।
	৬. বিনা মূল্যে কোনো জমি কি প্রকল্প থেকে দেয়া হবে?	৬. না, কোন জমি বিনা মূল্যে দেয়া হবে না। তবে চার শতাংশ জমি সরকারী মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন।
	৭. পুনর্বাসন এলাকায় কি কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া হবে?	৭. প্রকল্প এব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।

প্রকল্প, ভূমি অধিগ্রহণ বা পুনর্বাসন সম্পর্কিত যে কোন বিষয় জানতে প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রকল্প পরিচালক  
নদীর তীর উন্নয়ন প্রকল্প (RBIP)  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
Web: [www.bwdb.gov.bd](http://www.bwdb.gov.bd)